দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

DEC 05 2002

ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ॥ ঠাকুরগাঁও জেলা শহর হতে অনেক দূরে দেশের প্রায় শেষ সীমানায় অবস্থিত ধনতলা গ্রাম। জেলার পশ্চিম সীমান্তে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা। তারও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রাম। এই গ্রামের পাশেই বিডিআর-এর ধনতলা সীমান্ত ফাঁড়ি, আর ওপারেই দেখা যায় ভারতীয় চা বাগান। লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষায় খুবই অনগ্রসর এই এলাকা। কৃষি কাজ ছাড়া আর কিছুই নেই এই গ্রামে। জমিও অনুর্বর বেলে দো-আঁশ। আর এই নিভৃত পল্লী গ্রাম ধনতলায় শুরু হয়েছে একটি বিপ্লব। এই বিপ্লব আর কিছুই নয়-প্রকৃত শিক্ষা লাভের বিপ্লব। ঐ এলাকার কয়েকজন শিক্ষিত তরুণ এই বিপ্লবের স্রষ্টা। একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জেলাবাসীর নজর কেড়েছে তারা। স্কুলের নাম ধনতলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৯৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এই স্কুলের অনুমোদন দেয়।

গত বছর এই স্কুলের ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে সকলেই কৃতকার্য হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল হওয়ায় এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন করাতে হয়েছে অন্য স্কুলে। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য হলো-স্কুল এলাকায় সকলের ধূমপান নিষিদ্ধ। গ্রামের শত শত লোক এলাকার পাশ দিয়ে হেঁটে বিড়ি-সিগারেট নিভিয়ে ফেলে। শিক্ষকরা কেউ ধূমপান করেন না। ভবিষ্যতে কোনদিন ধূমপান করবেন না- এই চুক্তিতেই তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা চাকরি করছেন বেতন ছাড়াই। স্কুলটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। ৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী এখানে কাজ করছেন কঠিন ব্রত নিয়ে।

গত ২০ অক্টোবর ঠাকুরগাঁও-এর জেলা প্রশাসক জালাল আহমেদ, এনডিসি নওয়াব আহসান হাবীব, বালিয়াডাঙ্গীর ইউএনও সাঈদ নূর আলম ও স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিক ঐ স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলের গভর্নিং কমিটির সভাপতি ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আবু তোরাব মানিক এবং প্রধান শিক্ষক আবুল হাসান তাদের স্বাগত ও সম্মাপনী ভাষণে স্কুলের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস তুলে ধরেন। তখনই জানা যায় স্কুলের নানা কথা। ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষার ৬ মাস আগে হতেই পরীক্ষার্থীদের রাতে স্কুলে অবস্থান করতে হয়। শিক্ষকরাও রাত কাটান স্কুল ঘরে। রাতে ক্লাস ও আলোচনা হয়।

ইতিমধ্যেই বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার মধ্যে এই স্কুলটি সবচেয়ে ভাল স্কুল বলে পরিচিতি লাভ করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ও বাড়ছে প্রতিবছর। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতেই এবার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০০ জন। এই স্কুলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো- এখানে বিন্দুমাত্র নকল হয় না। ধনতলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এনামুল হক বলেন, আশেপাশে এরকম ভাল স্কুল আর নেই। প্রধান শিক্ষক আবুল হাসান বলেন, এই স্কুলে নিয়মিত মাসিক পরীক্ষা হয়। স্কুলের মোট জমির পরিমাণ ৩ একর। ১ একরে রয়েছে স্কুলটি। স্কুলের সামনে রয়েছে ফুলের বাগান। গ্রামের লোকেরা নিজেদের চাঁদার টাকায় স্কুলের পাকা ঘর করেছেন। ৫টি ঘর। কিন্তু অফিসটি খড়ের তৈরী। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল জব্বার এই স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ১৯৯৯ সালে। স্কুলের পাশেই রয়েছে ওয়েলফেয়ার ফিউচার ক্লাব। প্রচলিত অর্থে ক্লাব বলতে যা বুঝায় এটা সেই ক্লাব নয়। এই ক্লাবের কাজ হলো, গাছ লাগানো, বাগান করা, নার্সারী স্থাপন ইত্যাদি। সদস্যরা নিজেদের পয়সা জমিয়ে পুঁজিও গড়ে তুলেছে। বর্তমানে এই পুঁজির পরিমাণ পৌনে ৩ লাখ টাকা। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ১শ জন। প্রত্যেকেই কমপক্ষে এসএসসি পাস। তারা এই পুঁজি দিয়ে দুগ্ধ খামার, হাঁস-মুরগির খামার ও একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে।

গঙ্গাচড়া

ঋষি পরিবারের দুর্দিন

গঙ্গাচড়া (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥ উপজেলার প্রায় ১শ ঋষি পরিবার কাজের অভাবে বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে। পিতৃ পুরুষের আদি পেশা জুতা সেলাই আর মরা গরুর চামড়া বিক্রয় করে এখন আর তাদের সংসার চলছে না। ঋষীরা জানায়, দিনে ২/৪টি কাজ করে হয়তোবা ৩০/৪০ টাকা আয় হয়। তা দিয়ে বর্তমান বাজারে সংসার চালানো বড় মুশকিল। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে কাজের মজুরী ঠিকমত পাওয়া যায় না। তারা আরো জানান, লোকজন এখন আর গরু-ছাগল মরতে দেয় না। মরার আগে হয়তো হাটে বিক্রি করে দেয় নয়তোবা আগেভাগেই জবাই করে চামড়া বাজারে বিক্রি করে দেয়। তাই তারা চামড়া থেকে অতিরিক্ত আয় করতে পারছে না।